কালের কণ্ঠ

তারিখ 20 APR 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

দুই অধিদপ্তর টেন্ডারবাজদের দখলে!

শিশুদের সাড়ে ছয় লাখ বইও ছাপানো যাচ্ছে না

শরীফুল আলম সুমন ▶

গ্রামাঞ্চলের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে বই পড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ১৮৫টি বইয়ের প্রায় সাড়ে ছয় লাখ বই ছাপানোর কথা বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত সেকায়েপ প্রকল্পের অধীনে। বেসরকারি সংস্থা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের 'পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এই বই দেওয়া হবে। বইগুলো মুদ্রণের উদ্দেশ্যে গত ফেব্রুয়ারিতে দরপত্র ডাকা হয় এবং ১০টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দরপত্র কেনেও। কিন্তু ছাত্রলীগ ও যুবলীগ সন্ত্রাসীদের বাধার মুখে দরপত্র জমা দিতে পারেনি কোনো ঠিকাদার। এখন ক্যাডারদের ভয়ে ফের টেন্ডার ডাকতেও সাহস পাচ্ছেন না প্রকল্প পরিচালক।

এ নৈরাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের। একই অবস্থা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরেরও। অধিদপ্তর দুটিতে টেন্ডারবাজির ঘটনা ঘটছে দীর্ঘদিন থেকেই। দুই অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকরা টেন্ডারবাজি রুখতে বছরখানেক আগে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রচলনের প্রস্তাব করলেও তা এখনো বেশি দূর এগোয়নি। মূলত দলীয় ক্যাডারদের কাজ দিতেই ই-টেন্ডার কার্যক্রম প্রচলন করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সাধারণ ঠিকাদারদের।

এসব বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী আব্দুল্লাহিল আজাদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দুই কোটি টাকার ওপরে হলেই অতিরিক্ত পুলিশ, র‍্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের খবর দিয়ে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়। টেন্ডারবাজি বন্ধ করতে শিগগিরই ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা হবে। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে। আগামী জুলাই-আগস্ট নাগাদ ই-টেন্ডারিং শুরু করা যেতে পারে। এর আগ পর্যন্ত আগের নিয়মেই টেন্ডার আহ্বান ও জমা নেওয়া হবে।'

'সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড এক্সেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট' বা সেকায়েপ প্রকল্পের পরিচালক (পিডি) শহীদ বখতিয়ার আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির দরপত্রে ১০টি প্রতিষ্ঠান শিডিউল কিনেছিল। কিন্তু কোনো ঠিকাদারই দরপত্রের শিডিউল জমা দিতে পারেনি। তাই আবার নতুন করে দরপত্র আহ্বান করতে হবে। কিন্তু দরপত্র আহ্বান করে আবার খুনোখুনির ভেতর কে যাবে। আমরা বছরখানেক আগেই ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য প্রস্তাব করেছিলাম। এত দিন এ বিষয়ে কোনো খোঁজ না থাকলেও এ ঘটনার পর এ-সংক্রান্ত ফাইল অনেক দূর এগিয়েছি। আমাদের বলা হয়েছে, শিগগিরই ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা হবে। তাই কিছুদিন অপেক্ষা করছি। ই-টেন্ডারিং ছাড়া অন্য কোনোভাবে দরপত্র চাওয়া আর সম্ভব নয়।'

মাউশির কর্মকর্তারা জানান, ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান কমিটির কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা, একটি হত্যা মামলার আসামি ও যুবলীগ নেতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা ও রাজধানীর বিভিন্ন থানার ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতারাই মূলত শিক্ষা ভবনের সব ধরনের ঠিকাদারি কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। প্রতিদিন গড়ে এক থেকে দেড় শ ক্যাডার শিক্ষা ভবনের ভেতর ও আশপাশে মহড়া দেয়। এতে সংস্থার স্বাভাবিক কাজও বাধাগ্রস্ত হয়।

জানা যায়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে সরকার সমর্থক দুটি গ্রুপ সক্রিয়। দুটি গ্রুপের একটির প্রধান হলেন শিক্ষা ভবনেই টেন্ডারবাজির ঘটনায় ২০০০ সালে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলের সাবেক সভাপতি শফিকুল ইসলাম ওরফে টেন্ডার শফিক। তাঁর সঙ্গে রয়েছে রাজু, জুয়েল, মামুন, মিন্টু, রিপন, সেলিম, মুরাদ, আসাদ প্রমুখ। অন্য গ্রুপে রয়েছে মিজান-মাসুদের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত গ্রুপ। ছাত্রলীগের সাবেক নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলের এই মিজানই একসময় টেন্ডার শফিকের বিশ্বস্ত সহচর ছিল। কিন্তু ভাগ-বাটোয়ারায় না মেলায় মুহসীন হলের মাসুদ, কাওসারসহ একাধিক ক্যাডারকে নিয়ে তারা আলাদা গ্রুপ গঠন করে। এ ছাড়া শিক্ষা অধিদপ্তরের টেন্ডারবাজির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ছাত্রলীগ নেতা কাউসার, আশরাফ, মিঠু, যুবলীগ নেতা তুহিন, ছোট সোহাগসহ অনেকে।